চুয়াডাঙ্গায় ত্রি জেলা গরুর মেলাকে ঘিরে জমকালো আয়োজন

চুয়াডাঙ্গা জেলায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে দেশের সবথেকে বড় গরুর মেলা। বিডিএফএ এর আয়োজন ত্রি জেলার গরুর মেলায় অংশগ্রহণ করছে মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া জেলার বড় ছোট মিলে খামারের মালিকগণ।

আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা টাউন ফুটবল মাঠে এই মেলার শুভ উদ্বোধন করা হয়।

বাংলাদেশ ডেইরি ফার্মার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ ইমরান হোসেনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি বলেন, এ ধরনের মেলার আয়োজনের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গা মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া খামারীরা কিছু শিখবে যা পরবর্তীতে তাদের খামার পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে। মেলার মাধ্যমে সবাই গরুর বিভিন্ন জাত সর্ম্পকে জানতে পারবে। বাংলাদেশের মাংসের যে চাহিদা তা মেটানোর উদ্দেশ্যেই মেলার আয়োজন। এখান থেকে উদ্যোক্তা তৈরি হবে। বর্তমানে দেশে গোখাদ্যের দাম কমানোর জন্য সরকার কাজ করছে। প্রাণিসম্পদ খাতটা আরও কীভাবে বাড়ানো যায় সে লক্ষ্যে এই মেলা সহায়ক হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য বাংলাদেশ ডেইরি ফার্মার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ ইমরান বলেন, প্রত্যন্ত অঞ্চলের ক্ষুদ্র খামারিদের সুখ-দুঃখ সেভাবে উঠে আসে না। এ মেলার মাধ্যমে খামারিরা নীতি-নির্ধারকদের কাছে তাদের সমস্যা তুলে ধরবেন। এ ছাড়া সারা দেশের খামারিদের সঙ্গে শক্ত মেলবন্ধন তৈরির জন্যই এমন

আয়োজন করা হয়েছে। তৃণমূলের খামারিদের উৎসাহ দেওয়া, অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশিক্ষণ এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশা তুলে ধরতেই গরু মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

ঢাকা-চট্টগ্রামের পর বিডিএফের চতুর্থতম আয়োজনে গরুপালনের রাজধানী হিসেবে খ্যাত চুয়াডাঙ্গার প্রান্তিক পর্যায়ের খামারিদের উৎসাহ দেয়া, অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশিক্ষণ এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশা তুলে ধরতেই এই গরু মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

এ সময় তিনি আরও ,বলেন বিভাগীয় শহর বাদে এই প্রথম কোন জেলা শহরে এই মেলাটি অনুষ্ঠিত। বাংলাদেশ ডেইরি ফার্মাস এসোসিয়েশনের আয়োজনে এই ত্রি জেলা গরু মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সারাদেশের ৩ হাজারের বেশি খামারি এতে অংশ নেন। মেলার গরুর র্যাম্পে হেঁটে বেড়িয়েছে গরু। এছাড়াও মেলায় তোলা হয় ২৫২ টি বিভিন্ন জাতের গরু।

চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া জেলার রেজিস্ট্রেশন ভুক্ত খামারিদের গরু প্রদর্শন, বিক্রি ও স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। মেলাটি শুক্রবার ও শনিবার দিনব্যাপী চলবে।
মেলায় স্থানীয় উদ্যোক্তাদেরকে দু’দিনব্যাপী উন্নত জাতের গরু তৈরির জন্য ভালো জাত নির্বাচন কম দামে গরুর সুষম খাদ্য তৈরি এবং মোটাতাজা করনের পদ্ধতির বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা দুটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মহাপরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) ডাঃ মোহাম্মদ রেয়াজুল হক,চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা,চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দার সহ আয়োজক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বৃন্দ।

প্রবারণা উৎসবে সমাবেশ শ্যামাপূজায় অবরোধ কর্মসূচিতেই জোর বিএনপির

আগামী ১২ নভেম্বর রবিবার সনাতন সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব শ্যামাপূজা ও দীপাবলী। এইদিন থেকে চতুর্থপর্বের অবরোধ এর ডাক দিয়েছে বিএনপিসহ সমমনা দলগুলো। অবরোধ চলবে মঙ্গলবার ভোর পর্যন্ত। পূজার্থীদের নির্বিঘ্নে চলাচল ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে এ দিনটিতে ডাকা অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহারের জন্যে বিএনপিসহ সকল বিরোধী দলীয় নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ।

এর আগেও লক্ষীপূজা এবং বৌদ্ধদের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব শুভ প্রবারণা পূর্ণিমার দিন ২৮ অক্টোবর মহাসমাবেশ প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হলেও তারা শোনেনি। এসময় বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশনের নেতারা বলেছিলেন, রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণার কারণে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকজন দূরদূরান্ত থেকে বৌদ্ধ বিহারে উৎসবে অংশ নিতে নানা বাঁধা-বিঘ্নতার সম্মুখীন হবে। ২৮ অক্টোবর সমাবেশ ভয়বহ সহিংস রূপ নিলে রাজধানীতে কোন উৎসব করতে পারেনি তারা।

শুক্রবার ১১ নভেম্বর বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত এক বিবৃতিতে আশা প্রকাশ করে বলেন, ‘বিরোধী দলসমূহ ঐক্য পরিষদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে রবিবার অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহার করবেন।’ তিনি বলেন, ‘রাজনৈতিক সংগঠনগুলো ধর্মীয় এইসব উৎসবের দিনগুলো বিবেচনায় নিয়ে সম্মান জানানো উচিত বলে আমি মনে করি। গত ২৮তারিখ অনুরোধ তারা রাখেনি। আশা করছি রবিবারেরটা তারা রাখবেন, অবরোধ পিছিয়ে দিবেন।’

ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতনের ইতিহাস বলছে, বাংলাদেশে বিএনপি জামায়াত কখনোই সংখ্যালঘুদের কোন অধিকারের বিষয়ে ছাড় দেয়নি। তারা কখনোই দেশের কোন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর দাবি সংবেদনশীলতার

সঙ্গে বিচারে নেয়নি। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাব বলছে, ১৯৯৬, ২০০১ বা তার আগের প্রতিটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঠিক পরের বছরে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ ও ধর্ষণ চেষ্টা বেশি ছিল। শুধু ব্যতিক্রম চিত্র দেখা যায় ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর। ১৯৯৬ এর নির্বাচনের বছরে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ২১৪টি, পরের বছরে ৫৫৪টি । ২০০১ সালে ধর্ষণের ঘটনা ৫৬৬টি হলেও পরের বছরে তা দাঁড়ায় ১ হাজার ৯১টিতে। ২০১৪ সালে নির্বাচনের বছরে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে ৫৪৫টি, পরের বছরে এ সংখ্যা ছিল
৬৯০। ২০১৮ সালে নির্বাচনের বছরে ধর্ষণের ঘটনা ৫৫৬টি, পরের বছরে তা দাঁড়ায় ১ হাজার ৯৭টিতে।

আলমডাঙ্গায় দিলীপ কুমার আগরওয়ালার শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বিএনপি-জামায়াত চক্রের দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র, আগুন সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও অপতৎপরতার প্রতিবাদে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কুমারী ইউনিয়ন কৃষকলীগের আয়োজনে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৪ টায় উপজলার কুমারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ শান্তি সমাবেশ ও উন্নয়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য দিলীপ কুমার আগরওয়ালা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে দিলীপকুমার আগরওয়ালা বলেন, আওয়ামীলীগ থাকলে দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়। দেশের মানুষ অভাবে নেই। জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে হাজারো মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে। বিএনপি-জামায়াত উন্নয়ন চায় না, কখনো তারা চাইও নি। দেশ যখন উন্নয়নের অগ্রগতিতে এগিয়ে চলেছে ঠিক তখনই বিএনপি-জামায়াত আগুন সন্ত্রাসী শুরু করেছে। যখন

নির্বাচন আসে তখন তাদের জ্বালা ধরে যায়। বিএনপি-জামায়াত আগামি নির্বাচন বানচাল করার লক্ষ্যে আগুন সন্ত্রাস শুরু করেছে। এদেশের মানুষ শান্তিপ্রিয়। তবে- সরকার মেগাপ্রকল্প সহ দেশের উন্নয়নের যে ভুমিকা রাখছে তা নিরুৎসাহ করতে তারা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগের যুগ্নসাধারণ সম্পাদক একরামুল হক বুলুর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক কাওসার আহমেদ বাবলু, জেলা যুবলীগের যুগ্নআহবায়ক জিল্লুর রহমান, জেলা কৃষকলীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক মোমিনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক জোয়াদ্দার, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্নসাধারণ সম্পাদক কাজী রবিউল হক, পদ্মবিলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবু তাহের বিশ্বাস, কালিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান বীরমুক্তিযোদ্ধা মইনুদ্দিন পারভেজ, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শাখাওয়াত হোসেন টাইগার, খাদিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম মন্ডল, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম দিপু মাস্টার, খাসকররা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি আনোয়ার হোসেন মাস্টার, গাংনী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক রকিবুল হাসান, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য তপন কুমার বিশ্বাস, হাসিবুল ইসলাম, কমল কুমার বিশ্বাস, জনি মেম্বার। শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ উপস্থাপনা করেন আব্দুল মালেক।

মেহেরপুরে জেলা আওয়ামী লীগের উন্নয়ন ও শান্তি সমাবেশ

মেহেরপুরের শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে জামায়াত-বিএনপির হরতাল, অবরোধ, অগ্নি সন্ত্রাস, নৈরাজ্য সৃষ্টির প্রতিবাদে ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষে জেলা আওয়ামী লীগের শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ সম্পন্ন হয়েছে৷

সাজু প্রমুখ।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাবেন না : ইনু

মানবাধিকারের নামে বিদেশি বিশ্ব সংস্থাগুলো বাংলাদেশের দণ্ডিত অপরাধী ও চিহিৃত সন্ত্রাসীদের পক্ষে যে ভাষায় ওকালতি শুরু করেছে তা বিশ্ব সংস্থার মর্যাদা ক্ষুন্ন করছে বলে মন্তব্য করেছেন হাসানুল হক ইনু।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক না গলাতে বিদেশি সংস্থার প্রতি আহ্বান জানান তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও জাসদ সভাপতি।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার তালবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ২ কোটি ৭৪ লাখ টাকা ব্যয়ে নতুন চার তলা একাডেমিক ভবনের উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন ইনু।

এ সময় হাসানুল হক ইনু বলেন, ইসরায়েলের আক্রমণে গাজায় যে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে সেটা বাঁচানোর চেষ্টা না করে বাংলাদেশের দণ্ডিত অপরাধীদের পক্ষে ওকালতি করা অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের শামিল।

এসময় জেলা জাসদের সভাপতি গোলাম মহসিন, মি,রপুর উপজেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক আহম্মদ আলী, মিরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) জহুরুল ইসলাম, তালবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি আরিফুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক দিলারা জোয়ার্দারসহ জাসদের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

জিজ্ঞাসাবাদে হামলার দায় স্বীকার করে নিলো বিএনপি কেন্দ্রীয় নেতারা

গত ২৮ অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত দেশব্যাপী পেট্রোল বোমা হামলা, বাসে অগ্নিসংযোগ, ককটেল বিস্ফোরণসহ সহিংসতায় নেতৃত্ব দিয়েছেন বিএনপি নেতা সুলতান সালাউদ্দিন টুকু। এসব ঘটনায় জড়িত আটককৃতরা গোয়েন্দা পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে এসব তথ্য জানিয়েছে। তথ্য প্রমাণ দেখে তাতে দুঃখ প্রকাশ করেছেন গ্রেফতার হওয়া কেন্দ্রীয় নেতারা। তারা বলেছেন- এগুলো করা ঠিক হয়নি।

আজ বুধবার (৮ নভেম্বর) দুপুর রাজধানীর মিন্টো রোডে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ তথ্য জানান ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ।

ডিএমপি’র ডিবি প্রধান জানান, গ্রেফতারকৃত কামরুজ্জামান টুকু নিজে স্বীকার করেছেন বাস পোড়ানোর কথা। হৃদয় স্বীকার করেছেন তিনি বাংলামোটর, মৌচাক ফ্লাইওভার, কাকরাইল মোড়ে শুধু আগুন লাগিয়েছেন। পেট্রোল বোমা ও ককটেল সরবরাহ করেছেন রবিউল ইসলাম নয়ন। সবার নেতা হচ্ছেন সুলতান সালাউদ্দিন টুকু। তার নেতৃত্বেই গত ২৮ তারিখ থেকে চলমান সময় পর্যন্ত বাসে আগুন, ককটেল নিক্ষেপ, পেট্রোল বোমা বা পেট্রোল লাগিয়ে আগুন জ্বালানো হয়েছে বলে জানান তিনি।

তিনি আরও জানান, গত ২৮ তারিখ যারা প্রধান বিচারপতির বাসভবনে ককটেল বিস্ফোরণ, বিআরটিসি বাসে আগুন, পুলিশ হাসপাতালে আগুন, অ্যাম্বুলেন্স ভাঙচুর করে, পুলিশ মার্ডার মামলার আসামিদের অনেকের নাম সিসি ক্যামেরার ফুটেজের মাধ্যমে আমাদের কাছে এসেছে। পাশাপাশি গ্রেফতাররা আরও অনেকের নাম বলেছেন। তাদের ছবি পেয়েছি, তাদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত আছে।

হারুন অর রশীদ বলেছেন, রাজধানীর পল্টনে বিএনপির ডাকা মহাসমাবেশ থেকে প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা ও বিআরটিসির বাসে আগুনসহ কয়েক দফার অবরোধে নাশকতার দায় স্বীকার করেছেন রিমান্ডে থাকা বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা। এমনকি এ ধরনের নাশকতা করা ঠিক হয়নি বলেও তারা মন্তব্য করেছেন।

তিনি বলেন, প্রথমত যেসব কেন্দ্রীয় নেতা আমাদের কাছে রিমান্ডে আছেন তারা প্রথমে বলছিলেন, নাশকতা আমাদের দলের লোকজন করেনি, মনে হয় অন্য কেউ করেছে। এটা নিয়ে তারা সন্দিহান ছিলেন। তখন আমাদের কাছে থাকা সিসি ক্যামেরার ফুটেজ, স্মার্ট টিমের করা ভিডিও তাদের (বিএনপি নেতাকর্মীদের) দেখানো হয়।

আমরা বলেছি -আপনারা স্টেজে ছিলেন, সমাবেশের নেতৃত্বে ছিলেন। এছাড়া ভিডিওতে তারা দেখেছেন, সমাবেশের দিন মঞ্চে থাকা কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের কে কী রোল প্লে করেছেন। সুলতান সালাউদ্দিন কোথায় লাঠি নিয়ে দৌড়াচ্ছেন, রবিউল ইসলাম নয়ন কোথায় আগুন লাগাচ্ছেন, ছাত্রদলের সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা আবু সাঈদ মিন্টুর বাসা থেকে যে গানপাউডার আমরা পেয়েছি, মিন্টু এর স্বীকারোক্তি প্রদান করেছেন। সবকিছু দেখার পরে তারাও (কেন্দ্রীয় নেতা) দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তারা বলছেন, এটা ঠিক হয়নি।

মূল পরিকল্পনাকারী কারা- এ বিষয়ে জানতে চাইলে ডিবিপ্রধান বলেন, বিএনপির সমাবেশে অংশগ্রহণ করে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের ভূমিকা পালনকারী বেশ কয়েকজনকে আমরা ধরেছি। অংশগ্রহণকারী অনেকের নাম পেয়েছি। তাদের মধ্যে যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কৃষিবিষয়ক সম্পাদক সাইদ হাসান মিন্টুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বাসা থেকে ৮ কেজি গান পাউডার উদ্ধার করা হয়। মিন্টু স্বীকার করেছেন, বাশার এবং মাসুদকে দিয়ে এগুলো তিনি বানান। রবিউল ইসলাম নয়ন ও সুলতান সালাউদ্দিন যে সহায়তা করেছেন তিনি সেটিও স্বীকার করেছেন।

ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের লালবাগ ডিভিশন ও মতিঝিল ডিভিশন অভিযান চালিয়ে অংশগ্রহণকারীকে পাঁচজনকে গ্রেফতার করে। তারা হলেন-ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতা হাসান হাওলাদার। তিনি প্রথমে প্রধান বিচারপতির বাসভবনের সামনে গুলতি নিয়ে পুলিশের ওপর মারবেল নিক্ষেপ করে ও বিআরটিসি বাসে আগুন দেন। কবি নজরুল ইসলাম কলেজ ছাত্রদলের সহ-সভাপতি আবুল হোসেন জুয়েল নাইটিঙ্গেল মোড়ে পুলিশের ওপরে হামলা করে, এর ভিডিও ফুটেজ আমাদের কাছে আছে। পুলিশ মার্ডারের মামলায় যে দুজন ১৬৪ দ্বারা জবানবন্দি দিয়েছেন, তারা বলেছেন ছাত্রদলের মুগদা থানার সাধারণ সম্পাদক রানা মিয়া পুলিশ হত্যায় অংশগ্রহণ করেছেন, তাকেও আমরা গ্রেফতার করেছি।

হাফিজের মতো পরীক্ষিত নেতাদের বিএনপি নিয়ে এত অভিযোগ কেনো?

নিজ দল বিএনপি নিয়ে একাধিক অভিযোগ তুলেছেন দলটির ভাইস চেয়ারম্যান মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ। এর আগে শমসের মুবিন চৌধুরী একাধিকবার গণমাধ্যমে কথা বলে তাদের দলে না থাকতে পারার বিষয়গুলো সামনে এনেছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, দল হিসেবে এটা বিএনপির ব্যর্থতা।

আজ বুধবার বেলা ১১টায় এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন হাফিজ উদ্দিন। আগামী নির্বাচনে অংশ নেবেন না বলেও ঘোষণা দিয়ে তিনি বলেন, আগামী যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে সে নির্বাচনে শারীরিক অসুস্থতার কারণে আমার পক্ষে অংশগ্রহণ করা সম্ভব না। তবে আমি মনে করি, বিএনপির এই নির্বাচনে যাওয়া উচিত। দলটিতে অসংখ্য ত্যাগী নেতাকর্মী রয়েছে। ২০১৪ সালের নির্বাচনে বিএনপির অংশ নেওয়া উচিত ছিল বলেও তিনি মনে করেন।

এসময় তিনি যে অভিযোগগুলো তুলে ধরেন তা হলো-জিয়াউর রহমানের আদর্শ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে বিএনপি ক্ষমতার বাহিরে, বিএনপিতে সত্যি কথা বলার মতো লোক নেই, চেয়ারপারসনের সামনে কোনো নেতা ইয়েস স্যার, রাইট স্যার বলা ছাড়া আর কোনো কিছু জানেন না। এসময় তিনি দাবি করেন, বিএনপিতে একনায়কতন্ত্র, কমিটি বাণিজ্য চলছে। এভাবে দল চলতে পারে না।

এদিকে গত সেপ্টেম্বরে বিএনপির সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান শমসের মবিন চৌধুরী ও চেয়ারপারসনের সাবেক উপদেষ্টা (বহিষ্কৃত) অ্যাডভোকেট তৈমূর আলম খন্দকারকে তৃণমূল বিএনপিতে স্বাগত জানান দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অন্তরা সেলিমা হুদা। শমসের মবিন চৌধুরী ও তৈমূর আলম খন্দকারকে স্বাগত জানিয়ে দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অন্তরা সেলিমা হুদা সেসময় বলেন, আমি আশা করি, তাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এ দল আরও গতিশীল হবে। তাদের এ যোগদান তৃণমূল বিএনপি তথা আমার প্রয়াত বাবার দেশ গড়ার প্রত্যয় আরও এগিয়ে যাবে।

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময়ে পররাষ্ট্র-সচিব ছিলেন শমসের

মবিন চৌধুরী। তিনি একসময় যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ২০০৭ সালে তিনি অবসরে যান। ২০০৮ সালে তিনি বিএনপিতে যোগ দেন এবং ২০০৯ সালে দলের ভাইস চেয়ারম্যান হন। ২০১৫ সালের ২৮ অক্টোবর বিএনপির রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান তিনি। পরবর্তীতে ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে বিকল্পধারা বাংলাদেশে যোগ দেন ও প্রেসিডিয়াম সদস্য হন। এবং সেখান থেকেও তিনি বেরিয়ে আসেন।

এদিকে আজ বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এক অনুষ্ঠানে দলে যোগ দিলেন বিএনপির সাবেক জনপ্রতিনিধি ও সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ বেশ কয়েকজন পরিচিত মুখ। বিএনপি ছেড়ে তৃণমূল বিএনপিতে যোগ দিয়ে ইতোমধ্যে রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনার জন্ম দিয়েছেন শমসের মবিন চৌধুরী ও অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার। যোগ দিয়েই তারা দলটির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক সুভাষ সিংহ রায় মনে করেন কোন বিবেকবান মানুষ তারা যতই কোনো দলের সাথে থাকুক, যখন দেখা যায় দলটি মানবতাবিরোধী অপরাধ করছে তখন তারা সেই দলে থাকতে পারবে না। এমনকি তারা বিএনপির জোট নিয়েও ভীতসন্ত্রস্ত। নেতাদের ধারণা, জোটের কারণে তারা থাকতে পারবে না। লক্ষ্য করে দেখবেন, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরদের মতো নেতারা একসময় তারেক রহমানের শাসনামল মানবে না। যেভাবে হ্যান্ডমাইক ধরায়ে দিয়ে তাকে দিয়ে হরতাল অবরোধের ডাক দিতে বাধ্য করা হলো, এই নেতারা কীভাবে দলে থাকবেন?

চুয়াডাঙ্গায় যুব মহিলা লীগের অবস্থান কর্মসূচি পালন ও শো ডাউন

বিএনপি- জামায়াতের ডাকা তৃতীয় ধাপের মতো অবরোধের নাশকত ঠেকাতে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশি আফরোজা পারভীনের নেতৃত্ব অবস্থান কর্মসূচি পালন ও শো ডাউন করেছে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগ।

আজ বুধবার সকাল ৯ টা থেকে নেতা-কর্মীদের নিয়ে অবস্থান কর্মসূচি ও ভ্যানযোগে নেতাকর্মীদের নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় বড় বাজার কোর্ট মোড় একাডেমি মোড় রেল স্টেশন এলাকায় সারা দেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি জামায়াতয়ের ডাকা অবরোধ কর্মসূচি বানচান করার জন্য এবং সাধারণ মানুষ ভয় না পেয়ে যাতে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে এই জন্য উৎসাহিত করেন এবং জেলার বিভিন্ন স্থানে শো ডাউন করেন জেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দের।

বিএনপি জামায়াত জোটের তৃতীয় ধাপের মত ছিল অবরোধের প্রথম দিন। এদিকে, বিএনপি নির্বাচন বানচালে নাশকতা করতে চায় জানিয়ে আওয়ামী লীগও মাঠে থাকার ঘোষণা দিয়েছে।

অবস্থান নেওয়া চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশী আফরোজা পারভিন বলেন,বিএনপি-জামায়াত হরতাল, অবরোধ ও সমাবেশের নামে যাতে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনগণের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি সাধন, রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিনষ্ট এবং ধ্বংসাত্মক অপতৎপরতা নামে নির্বাচন বানচাল করা সহ তারা দেশকে একটি অস্থিতিশীল অবস্থায় নিয়ে যেতে চায়। আমরা তাদের এই সহিংসতার বিরুদ্ধে, জনগণের জানমাল রক্ষায় শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করছি। কোনো ধরনের সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পাশাপাশি চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগ ও সর্বস্তরের নেতাকর্মী সমর্থকদের সর্বাত্মক সতর্ক অবস্থানে থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান তিনি। শো ডাউন শেষে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের কার্যালয়ের সামনে নেতাকর্মীদের নিয়ে শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশি ও চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজা পারভীন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন,সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার , সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন,আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন,সাধারণ সম্পাদক জাহানারা খাতুন, পূর্ণিমা হালদার, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি খাতুন,মিমি খাতুন, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ রাতুল, সাকিব শেখ, মাহফুজ, আকাশ,কুতুব, রিপন,শাওন, সিফাত,জিরান,সেজান ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে দেশের অনেক উন্নয়ন হয়েছে : ইনু

‘আওয়ামী লীগ ও জাসদের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক বিরোধ নেই বলে জানিয়েছেন জাতীয় সমাজতান্ত্রীক দল-জাসদ সভাপতি ও হাসানুল হক ইনু।

তিনি বলেন, খন্দকার মুশতাকের দালালেরা দলকে দুর্বল করার চেষ্টা করে। মুশতাকের মত ঘাপটি মেরে থাকা দালালদের পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া বাধানোকে আমরা আমলে নিচ্ছি না।’

আজ বুধবার দুপুরে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কাজের উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ‘বিএনপি, জামায়াত এবং কতিপয় বিদেশি চক্র নির্বাচন ও গণতন্ত্র নিয়ে হৈচৈ করছে। এর ভেতরে বিএনপি-জামায়াত চক্র এমন সব কর্মসূচি দিচ্ছে তাতে দেশের অর্থনীতি, মানুষের জানমাল এবং শান্তি নষ্ট হচ্ছে। হৈচৈর আড়ালে চক্রটি সরকার অদল-বদলের একই সুরে

তানপুরা বাজাচ্ছে। এর মাধ্যমে ৭৫, ৮২ ও ১/১১ ঘটানোর একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। একটা তাবেদার সরকার বানানোর চেষ্টা চলছে।’ কোনো অজুহাতেই বা চক্রান্তে সাংবিধানিক ধারা বানচাল করতে দেওয়া হবে না বলেও জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে দেশের অনেক উন্নয়ন হয়েছে উল্লেখ করেজাসদ সভাপতি বলেন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দিয়েছেন আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গ্রামে কিংবা শহরে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই, এমন বাড়ি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে সরকার।

তিনি বলেন, শেখ হাসিনা যে কষ্ট করে গ্রামের যে রাস্তা ও বিদ্যুৎ দিয়েছে এই (কচুবাড়ীয়া) গ্রামের রাস্তা কি কখনো শেখ হাসিনা দেখেছে। এটা দেখেছে এই আসনের এমপি হাসানুল হক ইনু। শেখ হাসিনার চোখ হলো ইনুর চোখ আর ইনুর চোখ মানেই এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মেম্বারের চোখ।

তিনি আরও বলেন, সরকারের প্রচেষ্টা ছিল বলেই উন্নয়ন তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছেছে। উন্নয়নের ধারাবাহিকতা থাকলে দেশের উন্নয়ন টেকসই হবে। এ সময় তিনি আগামী নির্বাচনে শেখ হাসিনাকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

মিরপুর উপজেলা জাসদের সাধারন সম্পাদক আহম্মদ আলী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জহুরুল ইসলাম, উপজেলা সহাকরী কমিশনার ভুমি) হারুন অর রশীদ, জেলা জাতীয় যুবজোটের সাধারন সম্পাদক মাসুদুর রহমানসহ জাসদ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপি নেতার নির্দেশনায় পুলিশ হত্যা: সিটিটিসি

বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্দেশনায় পুলিশ সদস্য আমিরুল হক পারভেজকে হত্যা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসি)। মঙ্গলবার ডিএমপি

মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান সিটিটিসি প্রধান অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মো. আসাদুজ্জামান।

সিটিটিসি জানায়, গত ২৮ অক্টোবর বিএনপি এবং ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্দেশে সমাবেশের দিন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাবেক সদস্য সচিব আমান উল্লাহ আমান তার অনুসারীদের নিয়ে নয়াপল্টন কেন্দ্রিক মঞ্চের পাশে অবস্থান নেয়। মঞ্চে অবস্থিত বিএনপির এবং ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্দেশনা ছিল পুলিশের ওপর বর্বরোচিত ও নৃশংস হামলার মাধ্যমে পুলিশের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া। প্রয়োজনে এক বা একাধিক পুলিশ সদস্যকে হত্যার মাধ্যমে দেশে একটি অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করা, যাতে করে একটি নতুন ইস্যুর সৃষ্টি হয়।

সিটিটিসি প্রধান বলেন, ‘কাকরাইলে সমাবেশে উপস্থিত বিএনপি কর্মীরা পুলিশের ওপর হামলা করলে পুলিশ এবং বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। কাকরাইলে সংঘর্ষের সুযোগ নিয়ে বিএনপি ও ছাত্রদলের হাইকমান্ড নেতাদের নির্দেশে নয়াপল্টনের বিএনপি পার্টি অফিসের পাশে ভিক্টরি হোটেলের পাশের গলি দিয়ে গ্রেপ্তার আমান ছাত্রদলের একটি বড় অংশ নিয়ে পুলিশের ওপরে হামলা করার জন্য এগিয়ে যায়। সমাবেশে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের অবস্থান সম্পর্কে আগে থেকেই তাদের জানা ছিল। সে তার দলবল নিয়ে সামনের দিকে এগোতে থাকে।

পল্টন টাওয়ারের সামনে এসে ওই দলের একটি অংশ বক্স কালভার্ট রোডের পশ্চিম প্রান্তে বিজয় নগর পানির ট্যাংকির দিকে যায় এবং অপর অংশটি তার নেতৃত্বে বক্স কালভার্ট রোডের আগের প্রান্তের দিকে এগিয়ে যায়। বক্স কালভার্ট রোডের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছানোর পরে ছাত্রদলের কর্মীরা সেখানে দায়িত্ব পালনরত পুলিশ সদস্যদের ওপরে অতর্কিত হামলা করে। এ হামলার পরিপ্রেক্ষিতে বক্স কালভার্টের পশ্চিম প্রান্তে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদেরকে সাহায্য করার উদ্দেশে আগের প্রান্তে পুলিশ সদস্যরা বক্স কালভার্ট রোডের পশ্চিম দিকে এগিয়ে যায়। পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাওয়া পুলিশ দলটির ওপরে আমানের নেতৃত্বে ও নির্দেশনায় হামলা শুরু হয়।’

সিটিটিসি প্রধান আসাদুজ্জামান আরও বলেন, ‘ছাত্রদলের এই অংশটি আমানের নেতৃত্বে পুলিশদের ওপরে ইট- পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। আত্মরক্ষার জন্য পুলিশ সদস্যরা টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে ছাত্রদলের আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে। জানমাল রক্ষা ও ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য পুলিশ সদস্যরা অস্ত্র ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে

এবং সর্বোচ্চ সহনশীলতার পরিচয় দেয়।’

তিনি বলেন, এই পর্যায়ে পুলিশ সদস্যদের একটি বড় অংশ বক্স কালভার্ট রোডের পূর্ব দিকে অবস্থিত ডিআর টাওয়ার ও আশেপাশের স্থাপনায় অবস্থান নেয়। এ অবস্থায় আমানের নেতৃত্বে তার অনুসারীরা পুলিশ সদস্যদের হামলা করার জন্য ক্রমাগত ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। বিক্ষিপ্ত ইটের আঘাতে পুলিশ কনস্টেবল আমিরুল ইসলাম পারভেজ রাস্থায় লুটিয়ে পড়ে যায়। এমন সময় নৃশংসভাবে হত্যা করার উদ্দেশ্যে লাঠি দিয়ে ক্রমাগত আঘাত করতে থাকে।

অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার আরও বলেন, ‘এসময় কনস্টেবল আমিরুল ইসলাম পারভেজ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এবং রক্তাক্ত অবস্থায় নিথর দেহটি রাস্তায় পড়ে থাকে। পুলিশ সদস্য আমিরুল ইসলাম পারভেজের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা শরীর গুরুতর রক্তাক্ত জখম হয়। বিক্ষোভকারীরা মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য কনস্টেবল পারভেজের নিথর দেহের ওপরে বর্বরভাবে আঘাত করতে থাকে। পরে কনস্টেবল আমিরুল ইসলাম পারভেজের মৃত্যু নিশ্চিত করার পরে আমান তার অনুসারীদেরকে নিয়ে বক্স কালভার্ট রোডের পশ্চিম দিক দিয়ে চলে যায়।’

সোমবার (৬ নভেম্বর) রাতে মহাখালী বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা থেকে পুলিশ সদস্য আমিরুল হক পারভেজ হত্যা মামলার প্রধান নেতৃত্বদানকারী আমান উল্লাহ আমানকে গ্রেপ্তার করেছে কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসি)।